

এলেবেলে

মোঃ আরিফ রায়হান (২৪)

বাল্যবন্ধু টুটুল ফোন করে বলল, লেখা চাই। আরে ভাই খেলা চাইলেই কি পাওয়া যায়। “ঘর লেইপা, মুইছা, আতুরঘর বানাইয়া, ভগবানের কাছে বাচ্চা চাইলেই তো আর বাচ্চা পয়দা হয় না” বর কণের সফলতম মিলনের পরও নয় মাস দশ দিন সময় লাগে-- লেখার জন্য সময় লাগে।



শুরুটা মনে হচ্ছে ভাল হল না। একটা গল্প বলি। এক নোয়াখালীর মৌলভী মফস্বলের এক রেল স্টেশনে নেমে, অনেক খানি হাঁটার পর অতিথি হয়েছেন তার পরিচিত এক কৃষকের বাড়ীতে। কৃষক বউ তার পূর্ব পরিচিত। কৃষক বউ জানতো যে, মৌলভী সাহেব খুব ভাল বক্তা, সুন্দর করে সুর করে ধর্মের-অধর্মের গল্প বলতে পারেন। মৌলভী সাহেব পৌঁছা মাত্র, কৃষক বউ বললেন মৌলভী সাহেব এখনই “কারবালার কাহিনী” শুরু করেন।

এর মধ্যে কৃষক পাশের গ্রামের মেলা থেকে একটি ছাগী কিনে বাড়ী ফিরেছে। কৃষক বউ সেই ছাগী দেখে খুব খুশি, সাথে সাথে সে ছাগীটিকে নিয়ে গেল গোয়াল ঘরে দুধ দোয়াতে। এক ফোঁটা দুধ বের হলনা দেখে, কৃষক বউ বেজার। কৃষককে বলল, কী ছাগী কিনলে, এক ফোঁটা দুধও দেয়না। কৃষক তখন হেসে বলল, ছাগীতো হেঁটে হেঁটে হয়রান। ও দুধ দিবে কিসে? একটু দানা পানি দেও, জিরানোর ব্যবস্থা কর, দেখবে দুধ ঠিকই দেবে।

পাশের ঘর থেকে মৌলভী সাহেব সব শুনছিলেন। তিনি বললেন, কথা ঠিক। একটু দানা পানি আর জিরোবার ব্যবস্থা না পেলে আমিই বা গল্প শুরু করি কীভাবে।

বাল্য সাথী টুটুল যদি এক- আধটা সোনার দিনার (সিং ডলার এখন সোনার দিনারের সমান) এর সম্মানির আশা দিত, আমার বিশ্বাস আমার লেখা তড়তড়িয়ে বের হতো। লেখা কী খুব সহজ কাজ!

মহাজনেরা বলেন, লেখার জন্য চাই কল্পনা শক্তি। আর আমি বলি, লেখার জন্য চাই অবসর, চাই সময়। আমার কল্পনা শক্তি না হলেও চলে।

অনেক হল এবার চল যাই সিংগাপুরে। মনে পরে সেই কথা-“ঘর হতে আঙ্গিনাই বিদেশ” সিংগাপুর হল আমাদের জন্য আঙ্গিনা। বাংলাদেশ- আমাদের ঘর। তাই নয় কী? আয়তনের দিক থেকেও সিংগাপুর আঙ্গিনার সমান। সিংগাপুরকে আঙ্গিনা বলায় কী, কেউ খারাপ ভাবছেন। তা হলে থাক- অন্য কথা বলি।

আসিয়ান নামে যে একটা জোট আছে, একবার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো- জোট বন্ধ দেশ গুলির মধ্যে সিংগাপুর কতটুকু। সিংগাপুর অরুন্ধতী তারার মত। আকাশের ক্ষুদ্রতম তারা। অরুন্ধতী যখন সপ্তর্ষীর সাতটি তারার একটি হয়ে আকাশে দেখা দেয় তখন মনে হয় এই ক্ষুদ্রতম তারাটি না থাকলে সপ্তর্ষী অসুন্দর, সপ্তর্ষী অসম্পূর্ণ। সিংগাপুরও তেমনি অরুন্ধতী নাহ- তুলনাটা যুৎসই হল না, মনে দোলা দিল না। একটু রসময় হলে ভাল লাগবে।

আসিয়ান জোটে, সিংগাপুর হল প্রিয়ার চিবুকে কালো তিল। কি বিশ্বাস হচ্ছে না, ভাবছেন কল্পনা করে বলছি? একদম না। ম্যাপটা আরেকবার দেখুন, বুঝবেন আমার কল্পনা শক্তি একটি “তিল” দানার সমানও না। কল্পনা করে কিছু বলি নাই। বাস্তবের সহজ সরল বর্ণনা দিলাম মাত্র। পাঠক ক্ষমা করবেন। একটু নিজের কথা বলি। জীবিকার জন্যে জলে জলে- বন্দরে ঘুরি। ভাবলাম আর কত? সুযোগ সুবিধা আছে, সিংগাপুরে বসবাস শুরু করি, সুপারেন্টেডেন্ট এর চাকুরী নিয়ে সুপারম্যান

হয়ে যাই। সে আর হয় নাই- হবেও না এ জীবনে। কারন আমি খুব দুর্বল চিত্তের মানুষ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে পারি না। কী হয়? কী না হয়? ইংলিশে, একে কি ইনকনসিস্টেন্সি (প্রতি নিয়ত মত বদলানো) বলে?

আমি পড়েছি দোটানায়- ঘরে থাকবো, না আঙ্গিনায় থাকব। আঙ্গিনা খুব ভাল। সিংঙ্গাপুর ইজ এ ফাইন সিটি। খোলামেলা, আলো বাতাস, বাগান, সবকিছুই আঙ্গিনাতে। কিন্তু ঝড় বাদল, আর খরতাপে তো আর আঙ্গিনায় থাকা যায় না। তার জন্য ঘর চাই। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। আঙ্গিনা হল কাজের জায়গা। বিশ্রামের জন্য, মিলনের জন্য, অবসরে গান আর কবিতার জন্য, দরকার ঘর। বাংলাদেশ, আমার সেই ঘর।

বড্ড ম্যাডম্যাডে কথা হচ্ছে। রসহীন। সময় নষ্ট করে কে লেখকের ব্যক্তিগত কথা পড়বে? (হুমায়ুন আহমেদের কথা আলাদা। ওনার প্রতিটি ব্যক্তিগত লেখাই যাদুকরি) যাক, ঐ যে ইনকনসিস্টেন্সির কথা বলছিলাম না- সেটা নিয়ে এক গল্প নয়, সত্য ঘটনা আছে। সেটাই বলি। রবীঠাকুর তখন বিলেতে। বিলাতের এক সংবাদপত্র তাঁর সাক্ষাৎকার নিবে। সাংবাদিক রবীঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন-

ক) হোয়াট ইজ ইয়োর মোষ্ট ফেভারিট ভার্স (আপনার সবচেয়ে প্রিয় পূর্নাচার কি)----- রবীঠাকুরের উত্তর ছিল এক শব্দে- ইনকনসিস্টেন্সি।

খ) হোয়াট ইজ ইয়োর বেস্ট ফেভারিট ভাইস? (আপনার সবচেয়ে প্রিয় পাপাচার কি)----- রবীঠাকুরের উত্তর ছিল এক শব্দে- ইনকনসিস্টেন্সি।

আমার মত লোক, ইনকনসিস্টেন্সি-তে ভুগলে লোকে বলে, দুর্বল চিত্ত। রবীঠাকুর ইনকনসিস্টেন্সি-তে ভুগেও মহাজন, গুরুদেব।

আমরা যখন নিজের স্বার্থের জন্যে, কাপুরুষের মত, সুযোগ সন্ধানীর মত, সত্য আর সুন্দরের সাথে আপোষ করি, সত্য পথ ত্যাগ করি, তখন আমাদের ইনকনসিস্টেন্সি পাপ।

আবার যখন নিজের ভুল বুঝতে পারি, সত্য-সুন্দরের আলোয় আলোকিত হয়ে, ভুল ত্যাগ করে সঠিক পথ-মতের দিকে ফিরে যাই তখন ইনকনসিস্টেন্সি পূন্য।

পাপ পূন্য নিয়ে অনেক কথা হলো। ভাবছি কিছু এলেবেলে কথা বলে এ লেখা শেষ করব। ২০১১ সালে আমরা সপরিবারের বেড়াতে গিয়েছিলাম সিংঙ্গাপুরে। তখন আমার ছেলে সুদিশু-র বয়স ৫। এয়ারপোর্টে নেমেই, ও সিংঙ্গাপুরের ভক্ত হয়ে গেল। সিংঙ্গাপুরের সবকিছু ভাল তার কাছে। স্বপ্নে দেখা শহর। পরদিন সাত সকালে আমরা দাঁড়িয়ে আছি মেরীটাইম হাউজের সামনে- ট্যাক্সীর জন্য। (সুদিশু প্রায়-ই আমাকে বলে মেরীটাইম হাউজ, ২০০ ক্যান্টনমেন্ট রোড- এ আমরা কবে আবার বেড়াতে যাব) যথারীতি ট্যাক্সী পেলাম, দরজা খুলতেই, দেখি ড্রাইভার এক শিখ সর্দারজী। আমার আগেই জানা ছিল একজন সর্দারজীর সাথে কীভাবে সৌজন্য বিনিময় করতে হয়- বললাম “ সাত শ্রী (আ)কাল”। সামান্য বিস্মিত চোখে সর্দারজী প্রতিউত্তর করল। আমরা চললাম- গন্তব্য মেরীটাইম হাউজ থেকে জুরং বার্ড পার্ক। চলতে শুরু করার কিছুক্ষণ পর সুদিশু আমাকে বলল, ট্যাক্সী ড্রাইভার নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মত দেখতে। আমি বললাম, কথা ঠিক। একেতো জাত ভাই তার উপর ট্যাক্সী ড্রাইভারের চেহারা- ছবি অবিকল না হলেও মোটামুটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমান মনমোহন সিং এর মত (দাড়ীগোফ, টারবানের কথা বলা বাহুল্য) যাইহোক টুকটাক কথা বার্তা চলছে আমাদের মাঝে। কিছুক্ষণ পর আমরা জুরং বার্ডপার্কে পৌঁছে গেলাম। আমি ট্যাক্সীর ভাড়া দিয়ে রিসিটি নিয়ে ট্যাক্সী থেকে নেমে যাচ্ছি ততক্ষণে সুদিশু ট্যাক্সি থেকে নেমে ওর মা বোনের সাথে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি ট্যাক্সী ড্রাইভার গাড়ী থেকে সুদিশুকে আদর করে দিয়ে বলছে তার জীবনের সবচেয়ে ভাল কমপ্লিমেন্ট, সে সুদিশুর কাছ থেকে পেয়েছে। সিংঙ্গাপুরে আমাদের অবস্থান সুন্দর হোক- সেই কথা বলে সর্দারজী বিদায় নিল। এটা এমন কোনো ঘটনা নয় যে, সবার কাছে গল্প করা যাবে। কিন্তু আমি যে জন্য বলছি তা হলো- ৫ বছরের সুদিশুর খারনা সিংঙ্গাপুরে সে, শ্রীমান মনমোহন সিং-এর ট্যাক্সিতে করে ঘুরেছে।

বার্ড পার্কের সামনে নানান অর্কিড। জীহ্বা মোচড় খায় এমন একটা নাম বলে আমার মেয়ে শৈলী জানালো, অর্কিড-সিংঙ্গাপুরের জাতীয় ফুল। আমার জানা ছিল না।

ফুলের কথা যখন আসল, তখন এই ফুল নিয়ে সিংঙ্গাপুরে, আমার এক কষ্টের কথা বলি।



১৯৯৯ সাল। আমি আর আমার প্রাণসাথী শাওন, সেন্তোসাতে ঘুরছি, ফিরছি, অনেকটা- কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া--- রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া” এর মত করে। আমাদের সেন্তোসা ছেড়ে আসার আগে সর্বশেষ জায়গা ছিল “ইমেজেস অব সিংঙ্গাপুর” দেখার। এখানে গেলে সিংঙ্গাপুরের ইতিহাস জানা যায়। আমরা ইতিহাস জেনে একটু ক্লান্ত হয়ে বসলাম “ইমেজেস অব সিংঙ্গাপুর” দালানের সামনে বোগেনভিলার নিচে। অদ্ভুত সুন্দর, নানান রং এর বোগেনভিলার গাছ এক সাথে, বড় সড় একটা ঝোপ। ফুলের ঝোপ। পাতা কই। পাতা নাই বললেই চলে। শুধু ফুল আর ফুল। বোগেনভিলা। রংধনুতে থাকে সাত রং আর ফুলের ঝোপে ছিল সাতটিরও বেশী রং এর বোগেনভিলা। যারা আমাদেরকে মুক্ত করে ছিল। কিন্তু হায়, ২০১১ সাল। এবার যখন গেলাম, দেখি সব আছে, শুধু বোগেনভিলা নাই। বড় কষ্ট পেয়েছি। ইমেজেস অব সিংঙ্গাপুর- এর কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করে জেনেছি, প্রাকৃতিক বয়সের কারণে বোগেনভিলার বাগান মারা গেছে। সবার শেষ আছে---সব কিছুর সীমা আছে। আমরা সবাই “শেষ”- র দিকে ভ্রমণ করছি। আমাকেও এই লেখার সীমা টানতে হবে।

আপনজনকে মানুষ সব কর্ম-অকর্মের অংশীদার করে। আমাকে, আপনারা (সিংঙ্গাপুরের বসবাসকারী সকল বাংলাদেশী) আপনাদের মহৎ কাজে অংশ নেবার সুযোগ দিয়েছেন, সে জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

রবীঠাকুরে ভর করে বলি, “অকারণ বেদনার ছাঁয়া ঘনায় মনের দিগন্তে, ছল ছল জল এনে দেয় নয়ন পাতে”- চোখের কোনে জল কেন? আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

[আরিফ রায়হান (২৪)। জন্মঃ গাইবান্ধা। কাজ করছেন মার্সক লাইনে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে। বিবাহিত জীবনে এক কন্যা আর এক পুত্র সন্তানের জনক। থাকেন ঢাকায়। ভালবাসেন পড়তে, গান শুনতে, সময় কাটাতে বাচ্চাদের সাথে। বিশেষ অগ্রহ আছে ইতিহাস আর সুফিবাদে।]